বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

www.bteb.gov.bd

স্মারক নং-বাকাশিবো/ক(ভোক)/২০১৬/২৪৫০

তারিখ: ১২ পৌষ, ১৪২৩ / ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৬

বিষয়: মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটির ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ **প্রসঙ্গে**

সূত্র: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৬.১২.০৬২.১৬-১০০৭ তারিখ: ২৯/১১/২০১৬খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অ্যাফিলিয়েটেড প্রতিষ্ঠানসমূহের সকলের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটির ২য় সভায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাদকাসক্তি হতে মুক্ত রাখার জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা আছে। (কপি সংযুক্ত) ।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

(মোঃ আক্তারউজ্জামান)
পরিচালক (কারিকুলাম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক
.....
.....

D:\Nipu 17-04-16\Ministry

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
ই-মেইল- dgdncbd@gmail.com, Website : www.dnc.gov.bd

মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি : মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভার তারিখ : ০৯ নভেম্বর, ২০১৬
সভার সময় : সকাল ১১.০০ মিনিট।
স্থান : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর তিনি কমিটির সদস্য সচিব মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমানকে সভায় আলোচিতব্য বিষয়াদি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। খন্দকার রাকিবুর রহমান সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন রোধকল্পে ০৩টি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে শিক্ষা সচিবকে আহ্বায়ক করে ০৮(আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা স্ট্র্যাটেজিক কমিটির নিকট পেশ করার জন্য বলা হয়েছে। উক্ত কমিটির ২য় সভা আজ হচ্ছে। এ বিষয়ে গত ১৩/১০/২০১৫ তারিখে তৎকালীন শিক্ষা সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছিল। ঐ সভায় বিষয়টি আরও গভীরভাবে পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেয়া হয়। তিনি সভাকে জানান যে, মাদকাসক্তি সারা বিশ্বেই একটি অন্যতম প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও এ সমস্যা ক্রমশঃ প্রকটতর হচ্ছে। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এ বিষয়ে প্রচার প্রচারণা কি ধরণের হওয়া উচিত এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর/সংস্থা, জনপ্রতিনিধি, মাদকাসক্তি চিকিৎসক, সাইকোলজিস্ট, সাইকোথেরাপিস্ট, মনোবিজ্ঞানী, গবেষক, মাদকাসক্তি চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রের পরিচালক, শিক্ষক, এনফোর্সমেন্ট পারসোনেল, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, সংস্কৃতিকর্মী, সমাজকর্মী ও এন.জি.ও.কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে প্রায় বছরব্যাপী সভা সেমিনার, ওয়ার্কশপ, মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টকশো এবং জনগণের মতামত পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সভাপতি কার্যপত্রের উপর সদস্যগণকে আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানান। তৎপ্রেক্ষিতে কমিটির সদস্যগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ স্ট্র্যাটেজিক কমিটি বরাবরে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ক্রম নং	বিষয়	সুপারিশ	বাস্তবায়ন
০১	মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণকে মাদকাসক্তি হতে মুক্ত রাখা।	ক) বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন এবং মাদকবিরোধী কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে কমিটিকে কার্যকর করতে হবে; খ) পাঠ্যপুস্তকে মাদকদ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে যে পাঠক্রম আছে কারিক্যুলাম বিশেষজ্ঞ এবং মাদকাসক্তি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে এটি হালনাগাদ করতে হবে; গ) মাদকবিরোধী কার্যক্রমকে Extra Curricular Activites এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং মাদক পরিহারে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতর্ক/সেমিনার/আলোচনা সভা/অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে; ঘ) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ ১ জন শিক্ষককে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে পাঠদানে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ গাইড তৈরী করা যেতে পারে; ঙ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্সে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অন্ততঃ একটি সেশন রাখা যেতে পারে; চ) মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরী করতে হবে এবং ই-লার্নিং প্লাটফর্ম গঠন করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা যেতে পারে;	শিক্ষা মন্ত্রণালয় /ইউজিসি/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর /কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।